



LUDLOW JUTE & SPECIALITIES LIMITED

Registered Office:

KCI Plaza, 4th Floor, 23C Ashutosh Chowdhury Avenue, Kolkata – 700 019

CIN: L65993WB1979PLC032394

GSTIN: 19AACCA2034K1ZU

Phone: 91-33-4050-6300/6330/31/32

Fax No: 91-33-4050-6333/6334

E-Mail: info@ludlowjute.com

Website: www.ludlowjute.com

Date: 7th May 2021

To,
The Secretary
BSE Limited
Phiroze Jeejebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai – 400 001
Scrip Code No.526179

Dear Sir,

Sub: Newspaper Publication with respect to Audited Financial Results for the quarter ended 31st March 2021

In continuation to our letter dated 6th May 2021, please find enclosed the copies of the newspaper publication with respect to the financial results for the quarter & year ended 31st March 2021. The same was published in Business Standard & Ekdin (Bengali).

This is for your records.

Thanking you,

For Ludlow Jute & Specialities Limited

Company Secretary



রাজনৈতিক হিংসায় আক্রান্ত আইএসএফ ও বিজেপির কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, গোসাবা: নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকেই রাজনৈতিক সহনশূন্য শুরু হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার নানা প্রান্তে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা বিজেপি কর্মীদের বাড়িঘর, দোকানপাট ভাঙচুর করেছে বলে অভিযোগ উঠছে। সে কথা অবশ্য অস্বীকার করেন শাসক দলের নেতারা।

মঙ্গলবার রাতে গোসাবার সাতজেলিয়া পঞ্চায়েত এলাকায় বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের বাড়ি চুকে তাদের মারধর করে রেশমের চাল ও অন্যান্য সামগ্রী লুট করে নিয়ে আসা হয় বলে অভিযোগ। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। কয়েকজনকে আটক করা হয়। বুধবার সকালে গোসাবার শতনগর পঞ্চায়েত এলাকার বহু বিজেপি কর্মীর বাড়িতে হামলা হয়। বিপ্রদাসপুর এলাকায় ১০-১২ জন বিজেপি কর্মীর বাড়িতে হামলা চলে বলে অভিযোগ।



ঝড়খালিতে মঙ্গলবার রাতে ফের গোলমাল হলে পুলিশ গিয়ে কয়েকজনকে আটক করে। বাসন্তীর চড়াবিদ্যা পঞ্চায়েত এলাকায় একাধিক বিজেপি ও আরএসপি কর্মীর বাড়িতে হামলার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, সবুজ মোচার প্রাণী তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সূভাষ নন্দলের কুমড়াখালির বাড়িতেও চড়াও হয় তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা। সে কথা অবশ্য মানেনি তৃণমূল।

ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের একাধিক জায়গায় মঙ্গলবার রাতে সহনশূন্য চলে। বুধবার সকালেও তালদি বাজারে তৃণমূল কর্মীরা চড়াও হয়ে এক বিজেপি কর্মীর দোকানে ভাঙচুর ও লুটপাট চালায় বলে অভিযোগ। পুলিশ তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস বলেন, 'কারা এই অশান্তি ছড়াচ্ছে জানি না। দল ও প্রশাসনের তরফে এলাকায় শান্তি রাখার জন্য স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে।'

ভাঙড়ে আবার আইএসএফ প্রার্থীর জয়ের পর এই কেন্দ্রের তৃণমূল কর্মীদের মারধর ও বাড়িতে ভাঙচুর চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ

উঠছে। মঙ্গলবার রাতে ভাঙড়ের নলপুকুরের গাভতলা এলাকায় এক তৃণমূল কর্মীর তুলোর গোড়াউনে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে আইএসএফ কর্মীদের বিরুদ্ধে। গত দুদিন ধরে এই বিধানসভা এলাকার মঠেরদিঘি, তাশুলদহ, তাড়দহ-সহ বিভিন্ন এলাকায় বিরোধী দলের নেতা কর্মীদের বাড়িঘর, দোকান ভাঙচুর করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। বুলভাজার দিয়ে বাড়িঘর ভাঙচুর করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস বলেন, 'কোথাও কোনও গভঃগোল না করার জন্য দলীয় কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছি। এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সব রকম ভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে।'

বুধবার বিকালে ডায়মন্ড হারবারের কুলেশ্বর ফকিরপাড়ায় আইএসএফ কর্মীদের বাড়িতে ভাঙচুর, লুটপাট চালিয়ে আগুন মারধর করছে। পুলিশ সহযোগিতা করছে না।

ওরা আমাদের নামে মিথ্যা অভিযোগ করছে। ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা এলাকায় বিজেপি, আইএসএফ কর্মীদের উপর আক্রমণের অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। গত দুদিন ধরে এই বিধানসভা এলাকার মঠেরদিঘি, তাশুলদহ, তাড়দহ-সহ বিভিন্ন এলাকায় বিরোধী দলের নেতা কর্মীদের বাড়িঘর, দোকান ভাঙচুর করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। বুলভাজার দিয়ে বাড়িঘর ভাঙচুর করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস বলেন, 'কোথাও কোনও গভঃগোল না করার জন্য দলীয় কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছি। এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সব রকম ভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে।'

ডায়মন্ড হারবার ১ ব্লকের তৃণমূলের সভাপতি উমাপদ পুরকায়স্থ অবশ্য বলেন, 'মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে। পারিবারিক বিষয়ে ওই ঘটনা ঘটেছে। এতে রাজনীতির কোনও যোগ নেই।'

শীতলকুচি গুলি-কাণ্ড: সাসপেন্ড পুলিশ সুপার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোচবিহার: রাজ্যে ক্ষমতায় ফিরতেই প্রশাসনিক স্তরে একাধিক রদবদল ঘটিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বদল হয়েছে পুলিশ কর্তারাও। কোপ পড়েছে কোচবিহার পুলিশ সুপারের ওপরেও। প্রশাসন সূত্রের খবর, জোটের সময় শীতলকুচিতে কেন্দ্রীয় জওয়ানদের গুলি চালানোর ঘটনার জেরেই সুপারকে সাসপেন্ড করা হল।

কোন পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় জওয়ানরা ছোটদের উপর গুলি চালিয়েছিল, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে রাজ্য। ইতিমধ্যে সিআইডি



কোচবিহার

সিটি গঠন করেছে। যার নেতৃত্ব রয়েছে ডিআইজি সিআইডি। ভোটের আগেই দিনহাটার এক বিজেপি নেতার রহস্যমৃত্যু হয়। সেই মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উদ্ভল হয় দিনহাটা। বিজেপি সাংসদ তথা বিধানসভার অন্তর্গত জেডপিআর ১২৬ নং ব্লকে ভোটারদের উপর কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের বিরুদ্ধে চারজনের মৃত্যুও হয়। এই ঘটনায় তোলপাড় হয় বঙ্গরাজনীতি। কিন্তু তৎকালীন পুলিশ সুপার কমিশনের কোপে পড়েছিল কোচবিহারের তৎকালীন পুলিশ সুপার কে কামান। তাকে সরিয়ে জেলার পুলিশ সুপার করা হয় দেবাশিস ধরকে। তৃণমূলের

একাংশের অভিযোগ ছিল, জওয়ানদের। তাই আয়তনকার যাবে গুলি চালানোতে বাধ্য হয় জওয়ানরা। সে কথা অবশ্য মানতে রাজি ছিলেন না তৃণমূল নেত্রী তথা রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ছুটে গিয়েছিল শীতলকুচিতে। আশ্বাস দিয়েছিলেন ক্ষমতায় ফিরলে গুলিকাণ্ডের তদন্ত হবে। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, কোন পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় বাহিনী গুলি চালিয়েছিল তা তদন্ত করে দেখা হবে। সূত্রের খবর, শীতলকুচি কাণ্ডের জেরে বুধবার সন্ধ্যায় কোচবিহারের পুলিশ সুপার দেবাশিস ধরকে সরিয়ে দেয় রাজ্য। রাতে তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়। সেই পদে পুনর্বহাল করা হল কে কামানকে।

নির্দেশমতো আসানসোল ডিভিশনে বন্ধ রাখা হল ট্রেন



নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আসানসোল রেল ডিভিশনের বৃহস্পতিবার সকালে লোকাল ট্রেন চলেছে। তবে ১১ টার পর থেকে আসানসোল-বর্ধমান এবং অভয়-সাইথিয়া সেকশনে লোকাল ট্রেন বন্ধ হয়ে যায় বলে রেল সূত্রে জানা গিয়েছে।

আসানসোল রেল স্টেশনে দেখা গিয়েছে, সকাল ২০-২৫-এ ৬৩৫১০, ৭টা ৪০-এ ৬৩৫১২ এবং ১০টা ২০-তে ৬৩৫১৬ নম্বর লোকাল বর্ধমানের উদ্দেশ্যে গিয়েছে। ২টি লোকাল বর্ধমান থেকে ফিরেও এসেছে। তবে ট্রেনগুলিতে যাত্রীসংখ্যা ছিল খুবই কম।

আসানসোলে রেল ডিভিশনের জনসংযোগ আধিকারিক শৌভিক সরকার বৃহস্পতিবার সকালে বলেন, 'আসানসোল ডিভিশন সার্কুলার করলেই আমি সংবাদমাধ্যমকে জানিয়ে দেব। তবে ঠিক কোন কোন ট্রেন চলেছে, তা আমরা জানি নেই। সার্কুলার হাতে পেলেই

বলতে পারব।' তবে রেলের একটি সূত্র জানাচ্ছে, ১০.২০-র পরে আসানসোল-বর্ধমান কটে নড়ুন করে কোনও লোকাল চলেনি।

আসানসোল রাডওয়ে, বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের একাংশ নিয়ে গঠিত। তাই কোন দিকের ট্রেন বন্ধ করতে হবে বা কোন দিকে ট্রেন খেলা রাখতে হবে, সেই বিষয়ে বিহার ও ঝাড়খণ্ড সরকারের সঙ্গে আলোচনারও প্রয়োজন। তাই সিদ্ধান্ত নিতে কিছুটা সময় লাগা স্বাভাবিক বলে রেলের কর্মীদের একাংশ মনে করছেন। প্রসঙ্গত, করোনা সংক্রমণের শৃঙ্খল ভাঙতে বৃহস্পতিবার থেকে লোকাল ট্রেন বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য। বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণার পরে রাজ্য সরকারের তরফে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, আপাতত আগামী ১৪ দিন লোকাল ট্রেন বন্ধের সিদ্ধান্ত বলবৎ থাকবে।

বারাসত জেলা সদর হাসপাতালে অক্সিজেন প্ল্যান্ট তৈরির সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসত: বর্তমান পরিস্থিতিতে চাহিদা মেটাতে বারাসত জেলা সদর হাসপাতালে অক্সিজেন প্ল্যান্ট তৈরির সিদ্ধান্ত নিল জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। আগামী শুক্রবার থেকে প্ল্যান্টের কাজ শুরু হবে। সপ্তাহান্তের মধ্যেই প্ল্যান্ট থেকে উৎপন্ন অক্সিজেন মানুষের সেবার ব্যবহৃত হবে। শুধু বারাসত জেলা সদর হাসপাতালেই নয়, বারাসত স্বাস্থ্য জেলার সাতটি জায়গায় এনইই প্ল্যান্ট বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হতেছে বলে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে।

করোনা অতিমারিতে জেলার হাসপাতালগুলিতে রোগীর সংখ্যা লাগিয়ে লাগিয়ে বাড়ছে। অক্সিজেনের তুলনায় বেড কম থাকায় অনেকই ভর্তি হতে পারছেন না। চাহিদার তুলনায় অক্সিজেনের ঘাটতি রয়েছে। হাফকার চলেছে অক্সিজেনের। এই পরিস্থিতিতে চাহিদা মেটাতেই জেলা সদর বারাসতের

সরকারি হাসপাতালে অক্সিজেন প্ল্যান্ট বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। এখান থেকে উৎপাদিত অক্সিজেন পাইপ লাইনের মাধ্যমে সরাসরি হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হবে। পাশাপাশি সিলিভারেও ভর্তি করা হবে বলেও হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে। এতদিন বাইরের এজেন্সির মাধ্যমে বারাসত জেলা হাসপাতালে অক্সিজেন সরবরাহ হত। এবার বারাসত হাসপাতালের নিজস্ব অক্সিজেন প্ল্যান্ট তৈরি হওয়ার ফলে করোনা পোতে আর সমস্যা হবে না। পাশাপাশি জেলার অন্যান্য কোভিড হাসপাতালেরও অক্সিজেনের ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব হবে। শুধু জেলা হাসপাতালেই নয়, উত্তর চব্বিশ পরানী স্বাস্থ্য জেলার বনগাঁ, অশোকনগর, নৈহাটি, বরাহনগর, বলরাম হাসপাতালে। পানিহাটি সেন্ট জেনারেল হাসপাতালেও জন স্বাস্থ্য

কারিগরি দপ্তর অক্সিজেন প্ল্যান্ট তৈরি করবে।

সম্প্রতি, বারাসত জেলা হাসপাতালে ৫০ বেডের কোভিড হাসপাতাল করা হয়েছে। ৫০ টি বেডেই ভর্তি রয়েছে আক্রান্তরা। কিন্তু নিয়ে যাওয়া হবে। পাশাপাশি সিলিভারেও ভর্তি করা হবে বলেও হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে। এতদিন বাইরের এজেন্সির মাধ্যমে বারাসত জেলা হাসপাতালে অক্সিজেন সরবরাহ হত। এবার বারাসত হাসপাতালের নিজস্ব অক্সিজেন প্ল্যান্ট তৈরি হওয়ার ফলে করোনা পোতে আর সমস্যা হবে না। পাশাপাশি জেলার অন্যান্য কোভিড হাসপাতালেরও অক্সিজেনের ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব হবে। শুধু জেলা হাসপাতালেই নয়, উত্তর চব্বিশ পরানী স্বাস্থ্য জেলার বনগাঁ, অশোকনগর, নৈহাটি, বরাহনগর, বলরাম হাসপাতালে। পানিহাটি সেন্ট জেনারেল হাসপাতালেও জন স্বাস্থ্য

কাজ শুরু করবে পিডব্লিউটির সিভিল এবং ইলেকট্রিক বিভাগের কর্মীরা। উৎপাদিত ইউনিট থেকে সিলিভারেও ভর্তি করা হবে। বি এবং ডি সিলিভার বোঝাই অক্সিজেনের জোগান থাকবে। বারাসত হাসপাতালের এই অক্সিজেন প্ল্যান্ট থেকে প্রতি মিনিটে ৫০০ লিটার অক্সিজেন উৎপাদিত হবে। বারাসত হাসপাতালের সুপার সূত্র মণ্ডল বলেন, 'আগামী দিনে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানো হবে।'

কোভিড ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড প্রোটোকল মনিটরিং কমিটির জেলার কো-অর্ডিনেটর তথা বিশিষ্ট চিকিৎসক বিবর্তন সাহা বলেন, 'শপথ গিয়েছে। কিন্তু চাহিদার তুলনায় জোগান কম অক্সিজেনের চাহিদা দ্রুত বেড়ে গিয়েছে। এছাড়াও হাসপাতালের অন্যান্য রোগীদের জন্যও অক্সিজেনের চাহিদা রয়েছে। সব মিলিয়ে বারাসত হাসপাতালে অক্সিজেনের চাহিদা আগের তুলনায় কয়েক গুন বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু চাহিদার তুলনায় জোগান কম অক্সিজেনের চাহিদা দ্রুত বেড়ে গিয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, এই মুহূর্তে প্রতিদিন ২০০ সিলিভার অক্সিজেনের প্রয়োজন। শুক্রবার থেকে বারাসত হাসপাতালের ভিতরেই অক্সিজেন প্ল্যান্ট তৈরি

কোভিডে মৃত জানতে পেরে পালাল ডোম, আতঙ্কে শ্মশানযাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, জলপাইগুড়ি: করোনা রোগীর মৃতদেহ দেখে শ্মশান ছেড়ে পালিয়ে গেল ডোমেরা। ঘটনার চাঞ্চল্য জলপাইগুড়ি শহর জুড়ে।

জলপাইগুড়ি কোভিড হাসপাতালে মারা যাওয়া করোনা রোগীদের মৃতদেহ এতদিন দাহ করা হত জলপাইগুড়ি জেলার শাহজাডি শ্মশানে। সম্প্রতি, শাহজাডি শ্মশানে পাড়ে থাকা মৃতদেহের অবস্থার খবর সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। এরপর নাড়োড়ে বসে জেলা প্রশাসন। সমস্যা মেটাতে তড়িৎগতি জলপাইগুড়ি পুরসভা ও অন্যান্য দপ্তরের সঙ্গে বৈঠকে বসে জেলা প্রশাসন।

ওই বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় জলপাইগুড়ি কোভিড হাসপাতালে মারা যাওয়া রোগীদের দেহ জলপাইগুড়ি শহরে মাসকলাইবাড়ি হিন্দু শ্মশানে গভীর রাতে দাহ করা হবে। এরপর শ্মশান স্যানিটাইজ করা হবে। তারপর থেকে আবার সারাদিন ধরে অন্যান্য মৃতদেহগুলি দাহ করা হবে। এরপর আবার গভীর রাতে করোনা রোগীর মৃতদেহ দাহ করা হবে। এইভাবে পর্যায়ক্রমে চলেতে থাকবে কাজ। সিদ্ধান্ত মোতাবেক, বুধবার হতে জলপাইগুড়ি শ্মশানে আনা হয় করোনায় মৃত ৩ জনের দেহ। এরপরই ছন্দ পড়ন। করোনা রোগীর মৃতদেহ আনা হয়েছে শুনে শ্মশান ছেড়ে পালায় দুই ডোম। এবার ভোর রাত থেকে একের পর এক সাধারণ মানুষের মৃতদেহ আসতে থাকে। শ্মশান স্যানিটাইজ করা হওয়ার ফলে ডোম না আসায় তারা অসহায় অবস্থায় বিভিন্ন মহলে যোগাযোগ করতে



থাকে। তারাই নিজেদের উদ্যোগে ডোমের হাতে পায়ে ধরে নিয়ে আসে। কিন্তু ডোমেরা সাফ জানিয়ে দেয় শ্মশানে পিপিই কিট, মাস্ক ইত্যাদি পড়ে আছে। তারা যেহেতু স্থায়ী কর্মী নন তাই শ্মশান স্যানিটাইজ নাহলে তারা দাহ করার কাজ শুরু করবেন না।

খবর পেয়ে নাড়োড়ে বসে জলপাইগুড়ি পুরসভা। এরপর বৃহস্পতিবার দুপুরে শ্মশান স্যানিটাইজ করা হলে ফের শুরু হয় দাহ করার কাজ।

ঘটনার জলপাইগুড়ি পুর প্রশাসক বোর্ডের

সদস্য সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলেন, সরকারি সিদ্ধান্ত আমরা মানতে বাধ্য। তাদের বিরুদ্ধে ওঠা ব্যবহারী অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে তিনি বলেন, আমি নিজে দায়ের সময় উপস্থিত ছিলাম। দাহ শেষ করে শ্মশান স্যানিটাইজ করা হয়েছে। আজ আর একবার স্যানিটাইজ করে তারপর দাহ শুরু হবে। আর যেহেতু আজ প্রথম এই ধরনের রোগীর দেহ দাহ করা হলে, তাই সাময়িক ভাবে কিছু সমস্যা হয়েছে। এরপর থেকে এই সমস্যা মিটে যাবে বলে জানান তিনি।

কুলগাছিয়ায় কংগ্রেসের পার্টি অফিস দখল করল তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: ভোট পরবর্তী হিংসা বেড়েই চলেছে এ রাজ্যে। ভোটে তৃণমূল কংগ্রেস বিশাল জয় পাওয়ার পর বিজেপি কর্মী সমর্থকদের ওপর হামলা, লুটপাট-সহ একাধিক অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। কিন্তু ভোটে কংগ্রেস ও সিপিএম কোনও সুবিধা না পাওয়ায় কার্যত রাজনৈতিক মর্যাদা নিয়ে পড়েছে। ফলে তৃণমূল কর্মীদের আক্রমণ তেমন ভাবে এই দুই দলের কর্মী সমর্থকদের ওপর পড়েনি। কিন্তু এবার পড়ল হুণ্ডার উলুবেড়িয়া দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের কুলগাছিয়ায়। রাতারাতি যুব কংগ্রেসের একটি অফিসে যুব শর্কটার জায়গায় তৃণমূল দিলে দখল করায় রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। জানা গিয়েছে, কুলগাছিয়া সুপার মার্কেটের পিছনে থাকা এই পার্টি অফিস দীর্ঘদিনের। কিন্তু মঙ্গলবার রাতে এটি অফিস দখল করে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা, ফেস্টুন, ব্যানার লাগানো হয়েছে। বুধবার সকালে এসে কয়েকজন কংগ্রেস কর্মী বিষয়টি দেখে উলুবেড়িয়া থানায় অভিযোগ করে। এই ঘটনার চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। বিষয়টি নিয়ে উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রের তৃণমূল নেতা দুলাল কর জানান, 'কে করছে জানি না। এমন কথা কেউ বলেনি।' অন্যদিকে কংগ্রেসের জেলা সভাপতি পলাশ ভাভারী জানান, 'আমাদের কিছু বলার নেই। মানুষ সব দেখছে।'

Ludlow **লাডলো জুট অ্যান্ড স্পেশালিটিজ লিমিটেড**
 রেজিস্টার্ড অফিস: কেসিআই গার্ডা, ৭ম তল, ২৩শি, আশুতোষ টোলুরি এডিলিট, কলকাতা-৭০০০১৯, পূর্ববঙ্গ নং. ৪০৫০-৬৩০০, ফ্যাক্স নং. ৪০৫০-৬৩০৩ ইমেইল: info@ludlowjute.com ওয়েবসাইট: www.ludlowjute.com
 স্বর্ণপেট্রে আইডেনটিটি নম্বর (CIN) **L65993WB1979PLC032394**

৩১ মার্চ, ২০২১ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডার্ডাইজড			
		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২১ (নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২০ (নিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২০ (নিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২০ (নিরীক্ষিত)
১.	কার্যবাহী থেকে মোট আয়	১৪৬৭৩	১০৬৫৫	৪১৪৪২	৪১৪৪২
২.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সমন্বয়কারী জন্ম (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ববর্তী)	২৫৯	(১২৭)	১	৬০৪
৩.	নিট লাভ/(ক্ষতি) বর্ষ পরবর্তী সমন্বয়কারী জন্ম (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	২৫৯	(১২৭)	১	৬০৪
৪.	নিট লাভ/(ক্ষতি) বর্ষ পরবর্তী সমন্বয়কারী জন্ম (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	২৫৯	(৬৯)	৬	৫০২
৫.	সমন্বয়কারী জন্ম মোট ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী কর এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় পরবর্তী সমন্বয়কারী জন্ম (ক্ষতি) অন্তর্গত)	২২৪	১০০	৫২	৫৪৪
৬.	ইউইটি শেয়ার মুদ্রা (বেস ভ্যালু ₹ ১০/- প্রতিটি)	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
৭.	মুদ্রত (পুনর্মূল্যায়িত মুদ্রত বাদে, বিগত বর্ষের নিরীক্ষিত উত্তরসূরীতে উল্লিখিত মুদ্রত)	প্রয়োজন নর	প্রয়োজন নর	১৫১৫৫	১৫১২৫
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (বেসভ্যালু ₹ ১০/- প্রতিটি) (ব্যতিক্রমিত নয়)	(ক) মূল ১.৪৫ (খ) নিষ্কৃত ১.৪৫	(ক) ০.৮৫ (খ) ০.৮৫	০.০৬	০.০৬

সূত্র: ১. ৩১ মার্চ, ২০২১ তারিখে কোম্পানির সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের আর্থিক ফলাফল নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা পুনরীক্ষণ এবং কোম্পানির পরিচালন পত্র দ্বারা অনুমোদিত, ৬ মে, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের ৯৯ সভায় এবং এটির সীমিত পুনরীক্ষণ, বিবিএস নিরীক্ষণকার দ্বারা সম্পূর্ণ।

২. উপরে উল্লিখিত আর্থিক ফলাফল/বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারসংক্ষেপ, যা থেকে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে, সেই (সিটি) অফিসিয়াল অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিসেয়ারচমেন্টস (www.bseindia.com) ওয়েবসাইটে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.ludlowjute.com) এ পাওয়া যাবে।

৩. ৩১ মার্চ, ২০২১ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যানটি হল ৩১ মার্চ, ২০২১ তারিখে সমাপ্ত সম্পূর্ণ আর্থিক বছরের বিষয়ে নিরীক্ষিত পরিসংখ্যানগুলি এবং ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত তারিখ থেকে বর্ষের পরিসংখ্যানের মধ্যে ভারসাম্য পরিবর্তন।

৪. বিগত সময়কালের রাশিমাত্র, যেখানে প্রয়োজন দেখানোই পুনঃনির্ভুক্ত করা হয়েছে।

পূর্বদেয় আশেপাশের তথ্য দেয়া (ম্যানুয়ালি ডিবেইট)
 ডায়াল: ০৬.০৫.২০২১